সংবাদ

তারিখ 2 4 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

রাবির অধ্যাপক ড. তাহের হত্যা

শিবির ক্যাডার সালেহীর আত্মসমর্পণ : জেলহাজতে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

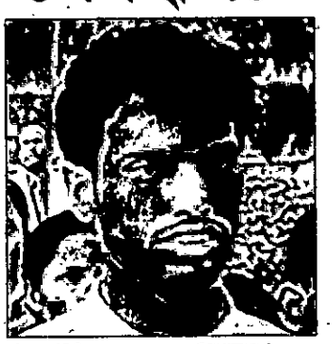

বহুল আলোচিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাহের আহমদ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শিবির নেতা মাহবুবুল আলম সালেহী গতকাল আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজশাহী জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু বকর সিদ্দিকীর আদালতে সালেহী জামিন আবেদন করলে আদালত তা নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন।

পুলিশ ও আদালত সূত্র জানায়, সালেহী ছাত্র

জেলহাজতে : পৃষ্ঠা ১১ ক : ৬

জেলহাজতে : সালেহী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক ড. মিয়া মহিউদ্দিনের নির্দেশে সালেহী ও তার সহযোগীরা গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক তাহেরকে রাবি পশ্চিমপাড়ায় নিজ কোয়ার্টারে পরিকল্পিতভাবে খুন করে। এরপর লাশ লুকিয়ে রাখা হয় বাড়ির সেপটি ট্যাংকের ভেতরে। ৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মতিহার থানায় একটি হত্যা মামলা হয়। খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ড. তাহেরের বাসার কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজনকে গ্রেফতারের পর হত্যাকাণ্ডের মোটিভ ও খুনিদের নাম বেরিয়ে আসে। অধ্যাপক তাহেরের সহকর্মী ড. মিয়া মহিউদ্দিন, শিবির নেতা সালেহীসহ ৬ জনের নামে পুলিশ সম্প্রতি আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মামলার আসামি মহিউদ্দিনই একমাত্র উচ্চতর আদালতের জামিনে আছে। জেলহাজতে আটক অভিযুক্ত অন্যরা হলেন- ড. তাহেরের বাসার কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর, তার ভাই ও শিবির কর্মী আবদুস সালাম, তার (সালামের) স্ত্রীর ভাই নাজমুল ইসলাম এবং সালাম ও জাহাঙ্গীরের বাবা ওয়াজেদ মুন্সি। এছাড়া জামিনে আছেন ড. মিয়া মহিউদ্দিন।

সূত্র মতে, গ্রেফতারকৃত সালাম, নাজমুল ও জাহাঙ্গীর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে খুনের পরিকল্পনাকারী, খুনিদের নাম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানায়। এরপর পুলিশ ড. তাহেরের সহকর্মী এবং ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিয়া মো. মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি নগরীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জামায়াত-শিবিরের নেতারা পুলিশের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'পুলিশের সাহস থাকলে সালেহীকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাক'। পরে সালেহী উচ্চতর আদালতে জামিন নেয়। রাবি উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন ক্লাসে প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপস্থিতি না থাকার পরও সালেহীকে মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।